বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৭/০৫

তারিখ ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ

www.berc.org.bd

আদেশ সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২	আবেদনের প্রাথমিক যাচাই	২
৩	কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৪	আবেদন মূল্যায়ন	২
৫	গণশুনানি	৬
৬	শুনানি-পরবর্তী মতামত	১২
৭	পর্যালোচনা	১৪
৮	রাজস্ব চাহিদা	১৭
৯	আদেশ	১৮
পরিশিষ্ট-১	ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি	২০
পরিশিষ্ট-২	প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্যহার বণ্টন	২১

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
বিইআরসি আদেশ # ২০১৭/০৫
তারিখ ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষয় ঃ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর ২৯ মার্চ ২০১৬ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ।

<u>অনুচ্ছেদ-০১ ঃ আবেদনের সার-সংক্ষেপ</u>

১(১) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস) প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রয়মূল্য বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে মূল্যহার এবং কোম্পানীর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ পুনঃনির্ধারণের আবেদন (স্মারক নং-৭৭.১৭.১৭/৩৮০১) ২৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে কমিশনে দাখিল করে। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্সী।

১(২) আবেদনে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটারে ০.৭৬১৪ টাকা এবং গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে প্রস্তাব করেঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বর্তমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	প্রস্তাবিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	বৃদ্ধি হার (%)
১	বিদ্যুৎ	২.৮২	৪.৬০	৬৩
২	সার	২.৫৮	৪.৪১	৭১
৩	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৮.৩৬	১৯.২৬	১৩০
৪	শিল্প	৬.৭৪	১০.৯৫	৬২
৫	বাণিজ্যিক	১১.৩৬	১৯.৫০	৭২
৬	চা-বাগান			
৭	সিএনজি ঃ			
	ক) ফিড গ্যাস	২৭.০০	৪৯.৫০	৮৩
	খ) ভোক্তা পর্যায়ে			
৮	গৃহস্থালী ঃ			
	ক) মিটারভিত্তিক	৭.০০	১৬.৮০	১৪০
	খ) সিঙ্গেল বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৬০০.০০	১১০০.০০	৮৩
	গ) ডাবল বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৬৫০.০০	১২০০.০০	৮৫

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস চা-বাগান শ্রেণিতে মূল্যহারের প্রস্তাব করেনি।

১(৩) প্রস্তাবিত গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ পুনঃনির্ধারণে বিইআরসি প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস উল্লেখ করে।

অনুচ্ছেদ-০২ ঃ আবেদনের প্রাথমিক যাচাই

২(১) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং গ্রাহক/ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাস বিক্রয় মূল্যহার স্থির করার লক্ষ্যে বিইআরসি আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী বিইআরসি অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ও আগ্রহী স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। এ পর্যায়ে আবেদনটির প্রাথমিক যাচাই করে বিইআরসি ঘাটতি কাগজপত্র/তথ্যাদি জমা দেয়ার জন্য পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে পত্র প্রেরণ করে। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ২৭ এপ্রিল, ১৮ মে, ২০ জুলাই ও ১৭ জুলাই ২০১৬ তারিখসমূহে এ সকল তথ্যাদি সরবরাহ করে।

২(২) আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য কমিশন Technical Evaluation Committee (TEC) গঠন করে।

২(৩) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য TEC পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর সঙ্গে সভা করে।

২(৪) গ্যাসের upstream খরচাদি যথাযথভাবে বুঝার সুবিধার্থে TEC পেট্রোবাংলা, বিজিএফসিএল, এসজিএফএল এবং বাপেক্স এর সঙ্গেও সভা করে।

অনুচ্ছেদ-০৩ ঃ কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৩(১) ঘাটতি কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রাপ্তির পর ১৭ জুলাই ২০১৬ তারিখের সভায় কমিশন আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং তা মূল্যায়নের জন্য TEC-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩(২) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদনের ওপর কমিশন দুই দফায় গণশুনানি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ১৮ আগস্ট ২০১৬ সকাল ১১.০০ টায় আপষ্ট্রীম খরচ বিষয়ে গণশুনানি অনুষ্ঠানের সময় ধার্য করে এবং তা প্রচারের জন্য বিইআরসি সচিবালয়কে নির্দেশ প্রদান করে। কমিশন TEC-কে উক্ত সময়ের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন সম্পন্নের নির্দেশ প্রদান করে।

অনুচ্ছেদ-০৪ ঃ আবেদন মূল্যায়ন

৪(১) TEC সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদনটি মূল্যায়ন করে। প্রদত্ত সূচক অনুসরণ করে রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে এবং বিতরণ সেবা রেট (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) নির্ণয় করে।

৪(২) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস আবেদনে জানায়, গ্রাহক পর্যায়ে মূল্যহার প্রস্তাবে তারা নিম্নের খরচসমূহ বিবেচনায় নিয়েছেঃ

- IOC (International Oil Company) গ্যাসের মূল্য প্রতি ঘনমিটার বর্তমান ৪.৯৮০০ টাকার স্থলে প্রতি ঘনমিটার ১০.৯১০০ টাকা।

- উৎপাদন কোম্পানীর মার্জিন প্রতি ঘনমিটার বর্তমান ০.২২৫০ টাকার স্থলে প্রতি ঘনমিটার বিজিএফসিএল এর ক্ষেত্রে ০.৪২০০০০ টাকা এবং এসজিএফএল ও বাপেক্সের ক্ষেত্রে ০.৩০০০ টাকা।

- ডিডব্লিউএমবি (সিএনজি ব্যতিত) প্রতি ঘনমিটার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ০.০৪০০ টাকার পরিবর্তে ০.০৯০০ টাকা এবং সিএনজি গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ০.২০০০ টাকার পরিবর্তে ০.২৫০০ টাকা।

- জিডিএফ ও বাপেক্স মার্জিন বিদ্যমান হারে।

- সঞ্চালন কোম্পানীর মার্জিন প্রতি ঘনমিটার বিদ্যমান ০.১৫৬৫ টাকার স্থলে ০.৩৬১১ টাকা।

৪(৩) পেট্রোবাংলা ১৬ মে ২০১৬ তারিখের পত্রে জানায় IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের বর্তমান মূল্য ৪.৯৮০০ টাকার স্থলে ১০.৯১০০ টাকা বিবেচনা করে বিতরণ কোম্পানীসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের SRO নং- ২২৭ এর ব্যাখ্যার অস্পষ্টতার কারণে IOC গ্যাসের সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বাবদ অর্জিত অর্থ ইতঃপূর্বে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। উক্ত অর্থ এবং পিডিএফ মার্জিন দ্বারা IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের বিল পরিশোধ করা হতো। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্পূরক শুল্ক ও মূসক জমা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হলে এপ্রিল ২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত IOC এর নিকট থেকে ক্রয়কৃত গ্যাসের বিক্রয়মূল্যের উপর ৫৫% হারে সম্পূরক শুল্ক ও মূসক পরিশোধ করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৫ হতে তহবিলের অপর্যাপ্ততার কারণে এবং IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের বিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকায় (নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে LIBOR plus 1.5% সুদ পরিশোধ করতে হয়) সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের পরবর্তে উক্ত অর্থ এবং পিডিএফ মার্জিন দ্বারা IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের বর্তমান মূল্য ৪.৯৮০০ টাকার স্থলে ১০.৯১০০ টাকা বিচেনা করা হলেও প্রকৃত পক্ষে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য (কনডেনসেট) হতে নীট প্রাপ্ত আয় বাদ দিয়ে এবং জিডিএফ, গ্যাসের সম্পদমূল্য, সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জ ব্যতিত IOC গ্যাসের প্রকৃত মূল্য ১০.৯১০০ টাকার স্থলে ৮.৭৫৯০ টাকা হবে। শুধুমাত্র IOC অপারেশনের মাধ্যমে বিক্রিত গ্যাসের প্রতি ঘনমিটার মূল্য দাঁড়ায় ১২.৭৪৩০ টাকা, যা অন্যান্য গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর গ্যাসের সাথে মিশ্রণে দাঁড়ায় ১০.২৯১০ টাকা। তাই ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য ১০.২৯১০ টাকা নির্ধারণ করা না হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সম্পূরক শুল্ক ও মূসক পরিশোধ করা সম্ভব হবে না।

৪(৪) পেট্রোবাংলা জানায়, ২০০৫ সালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের ওয়েলহেড মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.২২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে

২০১৪ সালে ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাবে উক্ত মার্জিন ০.৩০০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে গ্রাহক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলেও জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের ওয়েলহেড মার্জিন বৃদ্ধি করা হয়নি, যা প্রতি ঘনমিটার ০.২২৫০ টাকা বহাল থাকে। জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের উৎপাদন স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য গৃহিত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অবচয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, স্থায়ী আমানতের ওপর ব্যাংক সুদের হার হ্রাস এবং নতুন জাতীয় বেতন কাঠামো কার্যকরের পরিপ্রেক্ষিতে বেতনভাতা ও অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহ মার্জিন বৃদ্ধির অনুরোধ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে গ্রাহক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের প্রস্তাবে বাপেক্স ও এসজিএফএল এর ওয়েলহেড মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.৩০০০ টাকা এবং বিজিএফসিএল এর ওয়েলহেড মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.৪৫০০ টাকা বিবেচনার প্রস্তাব করা হয়।

৪(৫) পেট্রোবাংলা জানায়, দেশের একমাত্র অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানী হিসেবে বাপেক্সের আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করা তথা তেল ও গ্যাস আবিষ্কারের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার নিমিত্ত জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ৪ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখের পত্র অনুযায়ী প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য ০.৮৮৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাপেক্সের ওয়েলহেড মার্জিনের ঘাটতি মিটানোর জন্য ডিডব্লিউএমবি প্রতি ঘনমিটার ০.০৪০০ টাকা (সিএনজি'র ক্ষেত্রে ০.২০০০ টাকা) ইতঃপূর্বে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বাপেক্সের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং একই সময়ে অন্যান্য জাতীয় উৎপাদন কোম্পানীর উৎপাদনের পরিমাণ সমহারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় ডিডব্লিউএমবি সহ প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য ০.৮৮৩০ টাকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে বাপেক্স ডিডব্লিউএমবি বৃদ্ধির অনুরোধ করে। বাপেক্সের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ডিডব্লিউএমবি প্রতি ঘনমিটার ০.০৯০০ টাকা (সিএনজি'র ক্ষেত্রে ০.২৫০০ টাকা) বিবেচনায় মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়।

৪(৬) পেট্রোবাংলা জানায়, ২০১৪ সালে ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের আবেদনে জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের ওয়েলহেড মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.২২৫০ টাকা থেকে ০.৩০০০ টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছিল। বিষয়টি TEC অনুসন্ধান করে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, নভেম্বর ২০১৪ সময়ের বিতরণ কোম্পানীসমূহের আবেদনে বর্ণিত প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই বিইআরসি এর ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখের আদেশে নতুন ওয়েলহেড মার্জিনের প্রতিফলন ছিল না।

৪(৭) TEC পেট্রোবাংলা এবং জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের প্রদত্ত তথ্যাদি বিবেচনা করে। প্রাপ্ত তথ্যমতে প্রতি ঘনমিটার IOC গ্যাসের জন্য ২.৮৬৪১ টাকা প্রয়োজন হয়। TEC বিইআরসি এর গ্যাস ট্যারিফ পদ্ধতি অনুসরণ করে জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের রাজস্ব চাহিদা পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজস্ব চাহিদা মেটাতে প্রস্তাবিত ওয়েলহেড মার্জিন ক্ষেত্র বিশেষে হ্রাস/বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়।

IOC গ্যাসের উপর SD/VAT মওকুফ অব্যাহত থাকলে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যমান গ্যাসের মূল্যহারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে IOC গ্যাসের মূল্য পরিশোধের জন্য প্রতি ঘনমিটার ওয়েলহেড মার্জিন বাবদ ০.২২৮৫ টাকা, পিডিএফ মার্জিন বাবদ ০.৭৪০৮ টাকা এবং SD/VAT বাবদ ৩.১৫২৬ টাকা, মোট ৪.৬৬০৭ টাকা পাওয়া যেতো।

৪(৮) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাময়িক এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। সর্বশেষ নিরীক্ষিত হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে TEC ২০১৪-১৫ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ বিবেচনা করে proforma adjustment এর মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের revenue requirement নিরূপণ করে।

TEC পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্র, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্থায়ী আমানত এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সুদের হার বিবেচনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য পরিশোধিত মূলধনের ওপর ১২% রিটার্ণ বিবেচনা করে। এছাড়া, অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের ২(দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল নিলামের হার (জুন ২০১৬) ৬.০৯% এবং ঋণের ওপর প্রকৃত সুদের হার বিবেচনা করে। সে মোতাবেক TEC রিটার্ণ অন রেট বেজ বাবদ ১৪৩.২২ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করে।

TEC জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন বিবেচনা করে জনবল খরচ, এবং বিগত ব্যয়ের ধারা পর্যালোচনা করে অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতসমূহে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের খরচের সঙ্গে বছরভিত্তিক ৬% যোগ করে বিবেচনা করে। পেট্রোবাংলা এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ব্যয়কে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন বিবেচনায় নির্ধারণ করে। TEC বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ মোতাবেক বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস হিসাবে ০.৭৪ মিলিয়ন টাকা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণ করে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে কস্ট প্লাস ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চলতি পরিচালন রাজস্বের পরিমাণ ৫৬২.৮২ মিলিয়ন টাকা এবং সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ ৫৮৩.৩২ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করে। এ বিবেচনায় সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা থেকে চলতি পরিচালন রাজস্ব ২০.৫০ মিলিয়ন টাকা কম। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতি ঘনমিটার রাজস্ব চাহিদা ০.৪৮৩৭ টাকা। এর বিপরীতে বিদ্যমান আয় প্রতি ঘনমিটার ০.৪৬৬৭ টাকা। এর মধ্যে প্রতি ঘনমিটার ০.২৫২৬ টাকা ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বাবদ এবং অবশিষ্ট ০.২১৪১ টাকা অন্যান্য আয় (পরিচালন আয়, তাপন মূল্য, সুদ এবং বিবিধ আয়) হতে অর্জিত হবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য নিরূপিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বর্তমান ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ঘনমিটার প্রতি ০.২৫২৬ টাকা হতে ০.০১৭০ টাকা বৃদ্ধি করে ০.২৬৯৬ টাকায় (৬.৭৩% বৃদ্ধি) পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৫ ঃ গণশুনানি

৫(১) কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে কমিশন সচিব বিইআরসি ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কর্তৃক দাখিলকৃত গ্রাহক/ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাস বিক্রয় মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন সম্পর্কে অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ১৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে। এছাড়া বিইআরসি এর ১৭ জুলাই ২০১৬ তারিখের স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/গ্যাস-১২/সঞ্চালন ও বিতরণ/অংশ-১/৪৪৪০ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনে অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করা ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৫(২) ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটোরিয়ামে ডিস্ট্রিবিউশন চার্জের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের দু'জন সদস্য উক্ত শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

(ক) শুনানিতে পেট্রোবাংলা, আবেদনকারী পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর ড. শামসুল আলম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি এর জনাব জাহাঙ্গীর আলম ফজলু, গণসংহতি আন্দোলনের জনাব জোনায়েদ সাকি জনাব দীপক রায়, ছাত্র ফেডারেশন এর সৈকত আরিফ, আরএফএল এর জনাব আবুল কাশেম। বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভারসন ওনার্স ওয়ার্কশপ এ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(খ) কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক দিকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির ধাপওয়ারী পদ্ধতিসমূহ পালনীয় হিসেবে বর্ণনা করেন। বিচারিক প্রক্রিয়ায় ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (just and reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করেন। শুনানিতে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জেরা পর্বে উভয় পক্ষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে হবে। জেরার ভাষা হবে মার্জিত ও শালীন। কোনো আক্রমণাত্মক কথাবার্তা, আচরণ ও ভাব-ভঙ্গি প্রদর্শন করা যাবে না এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার করতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে তর্ক-বিতর্কে প্রাঞ্জল ভাষা প্রয়োগ করতে হবে। কোনোভাবেই বিচারিক প্রক্রিয়া ক্ষুন্ন করা যাবে না। এ পর্যায়ে কমিশনের চেয়ারম্যান শুনানির জেরাপর্ব সূচনার লক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাসের আগত দলটিকে তাদের আবেদন উপস্থাপনের আহ্বান করেন।

(গ) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি তাদের আবেদনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচ্য মর্মে উল্লেখ করেন ঃ

- জাতীয় উৎপাদন কোম্পানীসমূহের ওয়েলহেড মার্জিন এবং বাপেক্স এর জন্য অতিরিক্ত DWMB বৃদ্ধি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

- আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানী (IOC) সমূহের নিকট হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের নীট মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে।

- বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির গ্যাসের মূল্যহার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিকল্প জ্বালানী মূল্য ও অর্থনীতিতে এর অবদানের বিষয়াবলী বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

- প্রতি ঘনমিটার সিএনজি ফিড গ্যাসের মূল্য ২৭.০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৪৯.৫০ টাকায় পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সে আলোকে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি ঘনমিটার সিএনজি'র বিক্রয় মূল্যহার ৩৫.০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫৭.৫০ টাকায় পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

(ঘ) কমিশনের চেয়ারম্যান cost of service এবং revenue requirement সম্পর্কে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বক্তব্য জানতে চান। কমিশনের সদস্যগণ system loss এবং system gain বিষয়ে জানতে চান। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি জানান তাদের কোম্পানীর ৫% system gain হয় উল্লেখ করেন। অপর প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি জানান, ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার volume ভিত্তিক হয়ে থাকে, সেভাবেই প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তা standard condition এ নির্ণিত হয়ে থাকে।

(ঙ) এ পর্যায়ে জেরাপর্ব যথানিয়মে শুরু হয়। ক্যাব প্রতিনিধি বলেন, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। অবৈধ ও অপরিকল্পিত গ্যাস সংযোগ উভয় খাতের গ্রাহককে ভয়াবহ জ্বালানী সংকটে রেখেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এ দু'টি খাতের জ্বালানী নিরাপত্তা জরুরী মর্মে তিনি মতামত দেন।

(চ) ক্যাব প্রতিনিধি সিএনজি'র মূল্যহার বৃদ্ধির যৌক্তিকতা জানতে চান। জবাবে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি সিএনজি'র মূল্যহার বৃদ্ধির সপক্ষে ব্যাখ্যা দেন। ক্যাব প্রতিনিধি বলেন, জ্বালানী তেলের মূল্য দেরীতে হলেও বাংলাদেশে হ্রাস পেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সিএনজি'র মূল্যহার বৃদ্ধি হলে সিএনজি পরিবহণের ভাড়া বাড়বে। তিনি আরো বলেন, ব্যক্তি পরিবহণ ও গণপরিবহণের জন্য সিএনজি'র মূল্যহার ভিন্ন করে ব্যক্তি পরিবহণে সিএনজি ব্যবহার অনুৎসাহিত করা যায়। অপরদিকে, আবাসিক গ্যাস মিটারযুক্ত হলে

গ্যাসের ব্যবহার কমে আসবে এবং মিটারবিহীন বার্নারে ব্যবহৃত গ্যাসে চুরি যাওয়া গ্যাসের সমন্বয় বন্ধ হবে। আবাসিক গ্যাসের বিকল্প জ্বালানী এলপিজি। তাই এলপিজি'র দাম নির্ধারণ করে সে দামের সাথে সমতা রক্ষা করে আবাসিক গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা যৌক্তিক হবে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

(ছ) ক্যাব এবং সিপিবি প্রতিনিধিগণ দাবী করেন, আবাসিক বার্নারে গ্যাসের ব্যবহারে ফাঁকি আছে। বিদ্যমান মূল্যে ডাবল বার্নারে ৯২ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার দেখানো হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে ডাবল বার্নারে ৪৫ ঘনমিটারের বেশী গ্যাস ব্যবহার হয় না। তারা বলেন, এ ধরনের হিসাবের মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, অবৈধ সংযোগ অব্যাহত আছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে system gain হচ্ছে। অপরদিকে, আবাসিক গ্রাহক বাস্তবে দ্বিগুণ মূল্য বহন করছে।

(জ) এক প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি জানান, বিদ্যমান মূল্যে আবাসিক ডাবল বার্নারে মাসে ৯২ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার বিবেচনা করা হয়।

(ঝ) সিপিবি এবং গণসংহতি আন্দোলনের প্রতিনিধিগণ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব যৌক্তিক নয় বলে উল্লেখ করেন এবং গ্রাহকের ওপর যাতে চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান। এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিজিএমইএ, ক্যাপটিভ পাওয়ার এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভারসন ওয়ার্কশপ ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণ মূল্যহার বৃদ্ধির বিরোধিতা করে মতামত রাখেন।

(ঞ) বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকদের ক্ষেত্রে তাপন মূল্য প্রয়োগের মাধ্যমে গ্যাসের বিল আদায়ের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতিনিধি জানান, বর্তমানে তাপন মূল্যের ভিত্তিতে ০৫টি গ্রাহকের বিল করা হলেও ০১টি গ্রাহক (জিবিবি পাওয়ার লিঃ) উক্ত তাপন মূল্যের বিপরীতে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করা থেকে বিরত রয়েছে। এতদ্‌সংক্রান্ত মামলা কমিশনের ট্রাইব্যুনালে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ট) গণসংহতি আন্দোলনের প্রতিনিধি ভোক্তাদের সৃষ্ট 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' ব্যবহার করে বাপেক্স-কে দিয়ে drilling কার্যক্রমের সফলতা জানতে চান।

(ঠ) TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে পেশ করে যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৪(৮) এ দেয়া আছে।

(ড) শুনানিতে বিভিন্ন শ্রেণির ও পেশার কিছু প্রতিনিধি গ্যাসের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি না করার দাবী জানান। আবার কেউ কেউ যৌক্তিক ও সহনীয় হারে মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

৫(৩) ১৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে বিইআরসি এর শুনানিকক্ষে গ্যাসের upstream খরচের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের দু'জন সদস্য উক্ত শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

(ক) শুনানিতে পেট্রোবাংলা, বিজিএফসিএল, এসজিএফএল, বাপেক্স, কনজুমারস এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর ড. শামসুল আলম, বুয়েটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, জিটিসিএল এর প্রাক্তন পরিচালক (অপারেশন) জনাব আব্দুস সালেক সুফী, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির জনাব মোঃ মোকাম্মেল হক চৌধুরী, হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর জনাব এ এস এম আব্দুল কাদের এবং জনাব মেহেদী হাসান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণসংহতি আন্দোলনের জনাব জোনায়েদ সাকি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভারর্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(খ) কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং ধাপওয়ারী পদ্ধতিসমূহ পালনীয় হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি সকল পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জেরা পর্বে উভয় পক্ষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে হবে। জেরার ভাষা হবে মার্জিত ও শালীন। কোনো আক্রমণাত্মক কথাবার্তা, আচরণ ও ভাব-ভঙ্গি প্রদর্শন করা যাবে না এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার করতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে তর্ক-বিতর্কে প্রাঞ্জল ভাষা প্রয়োগ করতে হবে। এ পর্যায়ে কমিশনের চেয়ারম্যান পেট্রোবাংলা এর আগত দলটিকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের আহ্বান করেন।

(গ) পেট্রোবাংলা এর প্রতিনিধি বলেন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের ব্যয় প্রতি ঘনমিটার (পেট্রোবাংলা এর অংশ সমন্বয় পূর্বক) ৪.৯৮০০ টাকা ছিল। বর্তমানে IOC উৎপাদিত গ্যাসে পেট্রোবাংলা এর অংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের ব্যয় প্রতি ঘনমিটার ৪.৯৮০০ টাকার স্থলে ৩.০৯৯ টাকা দাঁড়িয়েছে। IOC কর্তৃক কম্প্রেসর প্রকল্প ও কূপ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করায় আগামী অর্থবছরে কস্ট রিকভারি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে IOC উৎপাদিত গ্যাসে পেট্রোবাংলা এর অংশ হ্রাস পাবে এবং IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যমান গ্যাসের মূল্যহার বিবেচনায় IOC গ্যাস ক্রয়ে পেট্রোবাংলা এর ঘাটতি তিনি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেনঃ

প্রতি ঘনমিটার

বিবরণ	স্টেকহোল্ডারদের হিস্যা/মার্জিনের পরিমাণ
ক) ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভারিত গড় মূল্য	৬.২২ টাকা
(১) সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৩.৪২ টাকা
(২) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ)	০.৩৫ টাকা
(৩) বিতরণ মার্জিন	০.২৩ টাকা
(৪) সঞ্চালন মার্জিন	০.১৫৬ টাকা
(৫) গ্যাসের সম্পদমূল্য	১.০১ টাকা
খ) মোটঃ (১+২+৩+৪+৫)	৫.১৬৬ টাকা
গ) IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের বিপরীতে পেট্রোবাংলা এর প্রাপ্তি (ক-খ)	১.০৬ টাকা
ঘ) পেট্রোবাংলা অংশের গ্যাস, কনডেনসেট হতে নীট আয় সমন্বয় পূর্বক IOC হতে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য	৩.০৯৯ টাকা
ঙ) ঘাটতি মেটাতে পেট্রোবাংলা এর প্রয়োজন (ঘ-গ)	২.০৩৯ টাকা

পেট্রোবাংলা এর প্রতিনিধি গ্রাহকপর্যায়ে গ্যাসের সংশোধিত মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে প্রস্তাব করেন।

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বর্তমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	প্রস্তাবিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	বৃদ্ধির হার (%)
১	বিদ্যুৎ	২.৮২	৩.৭২	৩১.৯১
২	সার	২.৫৮	৩.৫০	৩৫.৬৬
৩	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৮.৩৬	১৯.০০	১২৭.২৭
৪	শিল্প	৬.৭৪	১০.৫০	৫৫.৭৯
৫	বাণিজ্যিক	১১.৩৬	১৯.০০	৬৭.২৫
৬	চা বাগান	৬.৪৫	১০.৫০	৬২.৭৯
৭	সিএনজি ঃ			
	ক) ফিড গ্যাস	২৭.০০	৪০.০০	৪৮.১৫
	খ) গ্রাহক পর্যায়ে			
৮	গৃহস্থালী ঃ			
	ক) মিটারভিত্তিক	৭.০০	১২.৫৩	৭৯.০০
	খ) সিঙ্গেল বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৬০০.০০	১১০০.০০	৮৩.০০
	গ) ডাবল বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৬৫০.০০	১২০০.০০	৮৪.০০
ভারিত গড় মূল্য		৬.২২	১০.২৯১	৬৫.৪৫

(ঘ) বুয়েটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম বলেন, IOC কর্তৃক গ্যাস সরবরাহের প্রথম দিকে বড় অংশ cost recovery gas হিসাবে কেনার বাধ্যবাধকতা ছিল। সে সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে বিলম্বে গ্যাস বিল পরিশোধে পেট্রোবাংলা-কে গ্যাসের মূল্যের সাথে LIBOR plus 1.5% সুদ প্রদান করতে হতো। অস্বাভাবিক পর্যায়ে IOC সমূহ

গ্যাস রপ্তানির জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছিল। আবার এক পর্যায়ে সরকার IOC-কে তৃতীয় পক্ষের কাছে সরাসরি গ্যাস বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, পেট্রোবাংলা এর উপস্থাপনা অনুসারে বোঝা যায় যে, পেট্রোবাংলা স্বচ্ছতার সাথে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ না করার কারণে অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখিন হয়েছে এবং হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক IOC গ্যাসের SD এবং VAT জমা প্রদানের নির্দেশের ফলে তা আরো জটিল হয়েছে। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের SD এবং VAT প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত, সে কারণে বিইআরসি, পেট্রোবাংলা, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেন। তা না-হলে ভবিষ্যতে IOC আবিষ্কৃত নতুন গ্যাস ফিল্ডের cost recovery গ্যাস ক্রয় করার সময় পেট্রোবাংলা এর আর্থিক সমস্যা আরো তীব্র হবে। গ্যাস সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনে তা কোনোমতে কাম্য হতে পারে না মর্মে তিনি মতামত রাখেন।

স্বচ্ছতার সাথে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ এবং অর্জিত রাজস্ব সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের মধ্যে বণ্টনের জন্য একটি computerized হিসাব পদ্ধতি প্রচলন করা উচিৎ হবে মর্মে তিনি প্রস্তাব করেন।

বিইআরসি আইন, ২০০৩ enactment এর পর ২০০৮ সাল থেকে শুরু করে বিইআরসি স্বচ্ছতার সাথে গণশুনানির মাধ্যমে সফলতার সাথে প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুতের গ্রাহক পর্যায়ের মূল্যহার নির্ধারণ করে আসছে। গ্যাস সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের জন্য কমিশন ইতোমধ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল ও জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল গঠন করে সরকার, সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করেছে। এ প্রেক্ষাপটে বিইআরসি আইন, ২০০৩ সংশোধন করে কমিশন-কে প্রাকৃতিক গ্যাসের বাল্ক মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদানের তিনি প্রস্তাব করেন।

তিনি বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিধানমতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যে ব্যবহৃত গ্যাসের ওপর SD ও VAT মওকুফ রয়েছে, যা বিতরণ কোম্পানীসমূহ ফেরত পায় এবং তাদের আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ঙ) TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে পেশ করে যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৪(৭) এ দেয়া আছে।

(চ) গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠনের সফলতা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপের যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন।

অনুচ্ছেদ-০৬ ঃ শুনানি-পরবর্তী মতামত

৬(১) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস শুনানি-পরবর্তী মতামত প্রদান করে। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের জন্য অপরিহার্য নতুন নিয়োগতব্য ৫৪(চুয়ান্ন) জন জনবলের ০৬(ছয়) মাসের বেতন-ভাতাদি বাবদ ১২.৪১ মিলিয়ন টাকা এবং বিদ্যমান গ্র্যাচুইটি প্রথায় উক্ত তহবিলে কোম্পানীর বাৎসরিক নিয়মিত অনুদান বাবদ ২৫.০০ মিলিয়ন টাকাসহ মোট ৩৭.৪১ মিলিয়ন টাকা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জনবল খরচে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস আরও জানায় যে, ভোক্তা পর্যায়ের গ্যাসের মূল্যহারের গড়ে ৭.২৫% ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ হিসেবে পায়। অবশিষ্ট অর্থ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আয় নয়। কিন্তু ১৯৮৪ সালের আয়কর আধ্যাদেশ এর ধারা ৫২ এবং বিধি ১৬ অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধকালে সম্পূর্ণ বিলের ওপর ৩% হারে আয়কর কর্তন করে ট্রেজারী চালান পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস-কে সরবরাহ করে। ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যহারের ৭.২৫% আয়ের বিপরীতে ১০০% আয়ের করদায় বহন করতে হচ্ছে। ফলে, আয়কর মামলা নিষ্পত্তিকালে আয়কর আইনের ৮২ সি ও ৮৩/২ ধারা যুগপৎ প্রয়োগের ফলে আয়করের হার ৩৫% এর পরিবর্তে ৫০% এর ঊর্ধে উন্নীত হয়। এ নিয়ম অনুসারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্তনযোগ্য আয়করের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৬৭.০৩ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত পরিমাণ অর্থকে খরচ হিসেবে বিবেচনার অনুরোধ জানায়।

৬(২) ক্যাব শুনানি-পরবর্তী মতামতে বলে তথ্য প্রমাণে দেখা যায়, SRO নং ২২৭ মতে IOC গ্যাস SD/VAT মুক্ত। জাতীয় কোম্পানীর গ্যাস SD/VAT যুক্ত। তাই NBR ২০০৯ থেকে IOC গ্যাসে SD/VAT পায়না। জাতীয় কোম্পানীর গ্যাসে SD/VAT ৫৫% হারে পায়। পেট্রোবাংলা উভয় গ্যাসের ওপরই ভোক্তাদের নিকট থেকে বিক্রয়মূল্যের ৫৫% হিসাবে SD/VAT নিয়ে আসছে। তবে কেবলমাত্র জাতীয় কোম্পানীর গ্যাস বাবদ পাওয়া SD/VAT বাবদ অর্থ NBR-এ জমা দেয়। IOC গ্যাস বাবদ পাওয়া SD/VAT বাবদ অর্থ IOC গ্যাসের মূল্য পরিশোধে ব্যয় হয়। IOC গ্যাসের বিপরীতে প্রতি ঘনমিটার ওয়েলহেড মার্জিন ০.২২৮৫ টাকা, পিডিএফ মার্জিন ১.২৭৯৫ টাকা ও আদায়কৃত SD/VAT ৩.১৫২৬ টাকা মিলিয়ে IOC গ্যাস ক্রয়ে বিদ্যমান আয় ৪.৬৬০৭ টাকা এবং চাহিদা ৩.০৯৯১ টাকা, ফলে উদ্বৃত্তহার ১.৫৬১৭ টাকা। এ হিসাবমতে এ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা এর নিকট ২,৬০১.৭০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যাবে।

NBR ভোক্তাদের নিকট থেকে SD/VAT বাবদ আদায়কৃত অর্থ দাবি করে পত্র দেয়। তাতে মার্চ ২০১৪ সাল পর্যন্ত গ্যাস বিতরণের বিপরীতে প্রায় ১৩,২৭৮ কোটি টাকা দাবি করা হয়। সেই সাথে আরো ৬,৩১৯ কোটি টাকা সুদ দাবি করা হয়। IOC গ্যাসের বিপরীতে এপ্রিল ২০১৫ হতে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত SD/VAT বাবদ ৩,০৮১.১৫ কোটি টাকা সরকারকে জমা দেয়া হয় এবং ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রতিমাসে ৪৪০ কোটি টাকা হিসাবে মোট ৩,০৮০ কোটি টাকা বাকি পড়েছে। ফলে এ প্রস্তাবমতে প্রতি ঘনমিটার IOC গ্যাসের বিপরীতে রাজস্ব চাহিদা

৩.০৯৯১ টাকার বিপরীতে প্রাপ্তি ১.৫০৬০ টাকা হওয়ায় ঘাটতি ১.৫৯৩১ টাকা। এ ঘাটতি সমন্বয়ের জন্য পেট্রোবাংলা ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ৬.২২ টাকা হতে ১০.২৯১০ টাকায় (৬৫.৪৫%) বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে।

জাতীয় কোম্পানীর গ্যাসের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির দাবি দীর্ঘদিনের। তাই ২০০৮ সালে গণশুনানির ভিত্তিতে বিইআরসি এর এক আদেশে ভোক্তাদের অর্থে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) গঠিত হয়। গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত জাতীয় কোম্পানীর সক্ষমতা উন্নয়ন ছিল তহবিলের লক্ষ্য। সরবরাহকৃত গ্যাসে জাতীয় কোম্পানীর গ্যাসের প্রবৃদ্ধি সে সক্ষমতা পরিমাপের সূচক বিবেচনা করা যায়। ২০০৮ সালে জাতীয় কোম্পানীর গ্যাসের অনুপাত ছিল ৫২ শতাংশ, এখন তা ৪২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক। ফলে ঘাটতি সমন্বয়ে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির চাপ তীব্র হচ্ছে। সে ঘাটতি মোকাবেলার অজুহাতে কেবলমাত্র মূল্যহার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হলে জ্বালানী খাতে বিপর্যয় নেমে আসবে এবং অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়বে মর্মে মতামত দেয়া হয়।

৬টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানী রয়েছে। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিমাঞ্চল গ্যাসের চাহিদার তুলনায় মার্জিন ঘাটতি প্রতি ঘনমিটার ০.১৭০০ টাকা। অন্যান্যদের উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং ঘাটতি সমন্বয় করার পর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিতরণে সর্বসাকুল্যে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ হবে ৪০৯.৯৫ কোটি টাকা। সঞ্চালনে ঘাটতি সমন্বয়ের জন্য দরকার ২০০ কোটি টাকা। ক্যাব এ উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে উক্ত ঘাটতি সমন্বয়ের প্রস্তাব করেছে।

১২ কেজি এলপিজি'র প্রতি সিলিন্ডার বিক্রি হয় প্রায় ৯০০ টাকা মূল্যহারে। বিইআরসি এর নির্ধারিত মূল্যহার ৭০০ টাকা। যদি এ খাতকে রাজস্বের উৎস হিসেবে বিবেচনা না করা হয় তাহলে তা যৌক্তিক মুনাফাসহ ৪৫০ টাকা মূল্যে সহজলভ্য করা সম্ভব। বর্তমানে বাজারে সরকারী খাতে ২০ হাজার এবং ব্যক্তি খাতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার এলপিজি সিলিন্ডার রয়েছে। এলপিজি সিলিন্ডার চাহিদা মাসে পরিবারপ্রতি ১টি ধরা হলে আবাসিকে চাহিদা ৩৬ লক্ষ এলপিজি সিলিন্ডার। এ খাত থেকে বছরে প্রায় ১৯,৪৪০ কোটি টাকা বাড়তি মুনাফা লাভের সুযোগ রয়েছে। এ মুনাফা যৌক্তিক করে মূল্যহার নির্ধারিত হলে এলপিজি কেবল আবাসিকেই নয় তা শিল্প, পরিবহণ ও ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের বিকল্প হতে পারে মর্মে মতামত দেয়া হয়।

বিতরণ কোম্পানীর পক্ষ থেকে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, আবাসিক চুলা এবং সিএনজি'র মূল্যহার বৃদ্ধির সপক্ষে বলা হয় গ্যাস সংকট মোকাবেলায় এসব খাতে গ্যাস ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা দরকার, সেজন্য মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব। ভোক্তারা বলেছে, গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি এ সমস্যা সমাধানে একটি ব্যর্থ প্রয়াস। বরং বিকল্প জ্বালানী হিসাবে এলপিজি ও ফার্ণেস অয়েল প্রতিযোগিতামূলক করা হলে গ্যাসের পরিবর্তে এলপিজি ক্যাপটিভ, শিল্প, আবাসিক ও পরিবহনে এবং ফার্ণেস অয়েল বিদ্যুৎ ও শিল্পে ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। ফলে জ্বালানী মিশ্রণে এলপিজি ও ফার্ণেস অয়েলের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে এবং গ্যাসের ওপর চাপ প্রশমিত হবে মর্মে ক্যাব অভিমত ব্যক্ত করে।

অনুচ্ছেদ-০৭ ঃ পর্যালোচনা

৭(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেওয়ার পর ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশনা আছে। তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানি-পরবর্তী মতামত, সকল শ্রেণির ভোক্তার ওপর মূল্যহার পরিবর্তনের প্রভাব এবং গণশুনানিতে উঠে আসা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাড়তি তথ্য ও মতামত প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই ট্যারিফ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা অনিবার্য ছিল বলে কমিশন মনে করে।

৭(২) পশ্চিাঞ্চল গ্যাস তাদের ডিস্ট্রিবিউশন মার্জিনসহ ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস এর বিক্রয় মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের আবেদন করে। আবেদনে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খরচ বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করে।

৭(৩) প্রতি ঘনমিটার IOC গ্যাসের জন্য নীট ব্যয় বাবদ ৩.০৯৯ টাকা প্রয়োজন দেখানো হয়। ওয়েলহেড মার্জিন বাবদ প্রতি ঘনমিটার বাপেক্সে ও এসজিএফএল গ্যাসের জন্য ০.৩০০০ টাকা এবং বিজিএফসিএল গ্যাসের জন্য ০.৪২০০ টাকা প্রস্তাব করা হয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ৪ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখের পত্র অনুযায়ী প্রতি ঘনমিটার বাপেক্স গ্যাসের মূল্য ০.৮৮৩০ টাকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি মেটাতে ডিডব্লিউএমবি (ডেফিসিট ওয়েলহেড মার্জিন ফর বাপেক্স) প্রতি ঘনমিটার ০.০৯০০ টাকা (সিএনজি'র ক্ষেত্রে ০.২৫০০ টাকা) প্রয়োজন উল্লেখ করা হয়। এছাড়া, বিদ্যমান বাপেক্স মার্জিন অব্যাহত থাকবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। বাপেক্স গ্যাসের জন্য ডিডব্লিউএমবি এবং বাপেক্স মার্জিন IOC গ্যাস ব্যতিত অন্যান্য গ্যাসের ওপর ধার্য করা হয়। IOC গ্যাসের ক্রয়মূল্য ভিন্ন মানদণ্ডে নির্ধারণ হয়। মোট গ্যাস সরবরাহে IOC গ্যাসের পরিমাণ ৫৮% হয়। তাই গ্যাসের ক্রয়/উৎপাদন ব্যয়সহ বাল্ক সরবরাহ ব্যয় ভোক্তাপর্যায়ে ক্রমান্বয়ে সমন্বয় করা বাস্তবসম্মত বিবেচিত হয়।

৭(৪) বিদ্যমান মূল্যহারে IOC গ্যাসের নীট ব্যয়, জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের মার্জিন, এবং নিরূপিত ট্রান্সমিশন চার্জ এবং ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ মেটানো সম্ভব হয় না। এ কারণে রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে পৃথক খাতে জমা করা যায়।

৭(৫) বিদ্যমান ব্যবস্থায় পিডিএফ মার্জিন, বাপেক্স মার্জিন, ডিডব্লিউএমবি এবং ওয়েলহেড মার্জিন খাতের অর্থ IOC এবং জাতীয় গ্যাসের ব্যয় পরিশোধে ব্যবহার করা হয়। তাই গ্যাসের মূল্যহার বণ্টন সহজীকরণের লক্ষ্যে এসকল মার্জিনকে সমন্বিতভাবে বাল্ক চার্জ বলা যায়।

৭(৬) বিইআরসি অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী রাজস্ব চাহিদা মেটাতে, জাতীয় গ্যাস কোম্পানীসমূহের ওয়েলহেড মার্জিন ক্ষেত্র বিশেষে কম/বেশী হয়। কোম্পানীসমূহের ডিপ্লিশন তহবিলের অর্থ ভোক্তা স্বার্থে বিনিয়োগ করা যায়।

৭(৭) গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয়ে ভিন্নতা রয়েছে জানা যায়। EVC মিটার স্থাপন করা হলেও তা ব্যবহার করে গ্যাস বিল করা হয় না। তাই ভোক্তাস্বার্থে গ্যাসের পরিমাণ standard condition-এ নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

৭(৮) বিতরণ কোম্পানীর সরবরাহে স্থাপিত EVC মিটারের গুণগত মান নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। বিইআরসি এর কাছে এ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এসেছে। তাই EVC মিটার সরবরাহ বিদ্যুৎ মিটারের মতো উন্মুক্ত করা বাস্তবসম্মতঃ বিবেচনা করা যায়।

৭(৯) জনবল বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বেতন কাঠামো সরকারের অনুরূপ হলেও প্রান্তিক সুবিধাদিতে ভিন্নতা রয়েছে। এতে গ্যাস কোম্পানীসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা থাকে। তাই কোম্পানীসমূহে অভিন্ন বেতন কাঠামোর পাশাপাশি অভিন্ন প্রান্তিক সুবিধাদি প্রচলন ও ব্যবস্থা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭(১০) অবৈধ গ্যাস ব্যবহার প্রতিরোধে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিতরণ নেটওয়ার্ক-কে SCADA'র আওতাভুক্ত করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭(১১) নিরীক্ষিত হিসাবের যথার্থতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের efficient ব্যবহারে energy audit এর দাবী এসেছে।

৭(১২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহারকে বিতরণ কোম্পানীর আয় বিবেচনায় উৎসে কর প্রদানের বিধান করেছে। এরূপ প্রদত্ত কর তাদের কর দায় হতে বেশী হলে তা সমন্বয় হয় না। ফলে, বিতরণ কোম্পানীসমূহ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৭(১৩) প্রাকৃতিক গ্যাসের অপ্রতুলতার কারণে ব্যক্তি পরিবহণে ও গণপরিবহণে সিএনজি'র মূল্যহার ভিন্ন করে ব্যক্তি পরিবহণে সিএনজি ব্যবহার অনুৎসাহিত করার প্রস্তাব বিদ্যমান ব্যবস্থায় যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না। বিকল্প জ্বালানী হিসেবে আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং যানবাহনে এলপিজি ব্যবহার বিবেচনা করা যায়। ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি'র মূল্য নির্ধারণ করে সে মূল্যের সাথে সমতা রেখে এ খাতসমূহে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মতঃ বিবেচিত হয়। সাময়িক ব্যবস্থায় ফ্ল্যাট রেটে আবাসিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণে গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ ভিত্তি হিসেবে নেয়া যায়। অপরদিকে, সার ও বিদ্যুৎ শ্রেণিতে গ্যাসের অদক্ষ ব্যবহার বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী বিবেচনা করা যায়।

৭(১৪) ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ থাকা এবং না-থাকা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য নিরসনের জন্য ইতঃপূর্বে দাবী আসে। ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ এবং গ্রীড বিদ্যুৎ মূল্যহারের মধ্যে সমতা আনতে ক্যাপটিভ পাওয়ারে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়। তবে সে সমতা আনতে ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিতে গ্যাসের মূল্যহার ভোক্তাস্বার্থে ক্রমান্বয়ে সমন্বয় করা যায়।

৭(১৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর বিধানমতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যে ব্যবহৃত গ্যাসের ওপর ভ্যাটের ৮০% মওকুফ পাওয়া যায়। বিতরণ কোম্পানী ঐ সকল শিল্পে কম বিল গ্রহণ করে এবং উৎপাদন কোম্পানী/পেট্রোবাংলা সে পরিমাণ কম ভ্যাট পরিশোধ করে।

৭(১৬) রাজস্ব চাহিদা নিরূপণে জনবল খাতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ পূর্ণ বাস্তবায়নে ব্যয় যাচাইবর্ষের তুলনায় ৮০% বৃদ্ধি এবং নিয়োগতব্য জনবল ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত ক্ষতি খাতে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বর্ণিত ব্যয়, অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের প্রতি ইউনিট এনার্জির খরচ বিবেচনা যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। পেট্রোবাংলার সার্ভিস চার্জের ৭০% জনবল খরচ বিবেচনায় জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ পূর্ণ বাস্তবায়নে জনবল খাতের খরচ যাচাইবর্ষের তুলনায় ৮০% বৃদ্ধি এবং অবশিষ্ট ৩০% অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ বিবেচনায় তা প্রতিবছর ৬% বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অন্যান্য আয় খাতে এফডিআর এর ওপর ৬% হারে, এসটিডি এর ওপর ৩.৫% হারে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণের ওপর ৫% হারে এবং আন্তঃকোম্পানী ঋণের ওপর ২% হারে সুদ অন্তর্ভুক্ত যথাযথ বিবেচিত হয়। রিটার্ণ অন রেটবেজ নির্ধারণে পরিশোধিত মূলধন ৫২৫.৫৩ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য মূলধন ১,৮৮০.৫০ মিলিয়ন টাকা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পরিশোধিত মূলধনের ক্ষেত্রে ১২% হারে রিটার্ণ বিবেচনা করা যায়। এছাড়া, অন্যান্য আয় খাতে পরিচালন আয়, সুদ বাবদ আয়, তাপনমূল্য হতে আয় এবং বিবিধ আয় অন্তর্ভুক্তি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

অনুচ্ছেদ-০৮ ঃ রাজস্ব চাহিদা

৮(১) গ্যাসের upstream এবং নিরূপিত ট্রান্সমিশন চার্জ বিবেচনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য গ্যাসের মোট পণ্যমূল্য (IOC গ্যাসের নীট ব্যয়, জাতীয় উৎপাদন কোম্পানীসমূহের মার্জিন, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল, ট্রান্সমিশন চার্জ এবং গ্যাসের সম্পূরক শুল্ক ও মূসক) দাঁড়ায় ২,৩৩,৯৭২.৩৭৬১ মিলিয়ন টাকা।

৮(২) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর আবেদন, TEC এর মূল্যায়ন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত, প্রাপ্ত তথ্য এবং মতামত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে যাচাইবর্ষ ২০১৪-১৫ এর ভিত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ৫৭৯.৪৯০৭ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করা হয়েছে যার বিভাজন নিম্নরূপঃ

খরচের খাত	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	
জনবল খরচ		১৭৮.৩৪০২
অফিস এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ		
অফিস, স্টেশনারি ও প্রিন্টিং খরচ	৪.৩০২৬	
টেলিফোন ও টেলেক্স খরচ	১.৫১৩৬	
বিদ্যুৎ খরচ	২.৭০৪১	
যাতায়াত খরচ	৫.১৫৫৭	
অফিস ভাড়া	২.৩১২২	
এন্টারটেইনমেন্ট এক্সপেন্স ও অ্যালাউন্স	১.৩৪৯১	
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা খরচ	৪.৭৫৭৮	
সিএনজি, পেট্রোল ও লুব্রেকেটিং খরচ	৮.০৯৮৫	
অনৈমত্তিক শ্রমিকের মজুরী	২২.৬৭৩০	
নিরাপত্তা খরচ	১৯.০১৭৩	
অন্যান্য খরচ	১৪.৯১৮৩	
		৮৭.১৩৩৩
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ		৮.২৭২৩
পেট্রোবাংলা সার্ভিস চার্জ		১২.৬৭৭৬
বিইআরসি সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস		০.৭৬২৮
অবচয়		১২৫.০০০০
শ্রমিক কল্যাণ তহবিল		৭.৬৭১৭
কর্পোরেট ট্যাক্স		৪৭.১৩৩৫
রিটার্ণ অন রেট বেজ		১১২.৪৯৯৩
বিতরণ রাজস্ব চাহিদা		৫৭৯.৪৯০৭

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা মেটাতে প্রতি ঘনমিটার ভারিত গড়ে ০.৪৮০৫ টাকা আয় প্রয়োজন হয়। এর বিপরীতে বিদ্যমান আয় প্রতি ঘনমিটার ০.৪৬৩৯ টাকা। এর মধ্যে প্রতি ঘনমিটার ০.২৪৮৮ টাকা ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ বাবদ এবং অবশিষ্ট ০.২১৫১ টাকা অন্যান্য আয় (পরিচালন আয়, তাপন মূল্য, সুদ এবং বিবিধ আয়) হতে অর্জিত হবে। বিদ্যমান অন্যান্য আয় বাবদ ০.২১৫১ টাকা প্রাপ্তি বিবেচনায় পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর প্রতি ঘনমিটার ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ০.২৬৫৪ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা যায়।

অনুচ্ছেদ-০৯ ঃ আদেশ

কমিশন আদেশ করছে যে-

৯(১) ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পুনঃর্নির্ধারিত হবেঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	বিদ্যমান মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	পুনঃর্নির্ধারিত মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	
			প্রথম ধাপ	দ্বিতীয় ধাপ
১	বিদ্যুৎ	২.৮২	২.৯৯	৩.১৬
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৮.৩৬	৮.৯৮	৯.৬২
৩	সার	২.৫৮	২.৬৪	২.৭১
৪	শিল্প	৬.৭৪	৭.২৪	৭.৭৬
৫	চা বাগান	৬.৪৫	৬.৯৩	৭.৪২
৬	বাণিজ্যিক	১১.৩৬	১৪.২০	১৭.০৪
৭	সিএনজি	৩৫.০০	৩৮.০০	৪০.০০
৮	গৃহস্থালীঃ			
	ক) মিটারভিত্তিক	৭.০০	৯.১০	১১.২০
	খ) সিঙ্গেল বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৬০০.০০	৭৫০.০০	৯০০.০০
	গ) ডাবল বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৬৫০.০০	৮০০.০০	৯৫০.০০

উপরের পুনঃনির্ধারিত মূল্যহার প্রয়োগের ক্ষেত্রেঃ

(ক) প্রতি ঘনমিটার গ্যাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (^{o}C) তাপে এবং ১.০১৩২৫ বার (bar) চাপে নির্ণিত হবে।

(খ) প্রতি ঘনমিটার সিএনজি গ্যাসের প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপ এর পুনঃনির্ধারিত মূল্যহারের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্যহার যথাক্রমে ৩০.০০ টাকা এবং ৩২.০০ টাকা, এবং উভয় ধাপে অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের পুনঃনির্ধারিত মূল্যহার প্রথম ধাপ ১ মার্চ ২০১৭ তারিখ হতে এবং দ্বিতীয় ধাপ ১ জুন ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে (মূল্যহার সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া হলো)।

৯(২) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ভারিত গড় ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৬৫৪ টাকা পুনঃনির্ধারিত হবে।

৯(৩) গ্যাসের মূল্যহার বণ্টন বিবরণী পরিশিষ্ট-২ এ দেয়া হলো। উক্ত বিবরণীতে উল্লিখিত 'সাপোর্ট ফর শর্টফল' বাবদ সংগৃহিত অর্থ গ্যাসের প্রডাকশন, ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন খাতের রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যবহার করা যাবে। সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত বাজেটারি সাপোর্ট ছাড়াও এ খাতের অর্থ, অন্যান্যের মধ্যে, অগ্রাধিকার অনুযায়ী ১ মার্চ ২০১৭ তারিখ হতে নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা যাবেঃ

আইওসি গ্যাসের ব্যয় এবং জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহের ওয়েলহেড মার্জিন প্রতি ঘনমিটার বিজিএফসিএল এর ০.৪২০০ টাকা, এসজিএফএল এর ০.৩০০০ টাকা এবং মার্জিনসহ বাপেক্স এর ১.৫১০০ টাকা পরিশোধে ঘাটতি পূরণে; ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৬৫৪ টাকা পরিশোধে ঘাটতি পূরণে; এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস এর ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৬৫৪ টাকা পরিশোধে ঘাটতি পূরণে। প্রয়োজনে গ্যাস কোম্পানীসমূহের রাজস্ব চাহিদা break-even এ মেটাতে কমিশনের সম্মতিক্রমে অবশিষ্ট অর্থ ব্যবহার করা যাবে।

৯(৪) পেট্রোবাংলা গ্যাস কোম্পানীসমূহে অভিন্ন প্রান্তিক সুবিধাদি প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৯(৫) ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহারকে আয় বিবেচনায় উৎসে কর কর্তনের ফলে বিতরণ কোম্পানীর উপর সৃষ্ট বাড়তি আর্থিক দায়ভার নিরসনে পেট্রোবাংলা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৯(৬) পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক-কে SCADA'র আওতাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে তার পরিকল্পনা কমিশন-কে অবহিত করবে।

৯(৭) পেট্রোবাংলা 'সাপোর্ট ফর শর্টফল' বাবদ সংগৃহিত অর্থের অবমুক্তকরণ এবং স্থিতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে প্রেরণ করবে।

26/02/19
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

26/2/19
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

26/02
2019
(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

26/02/2019
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

26/2/2019
(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/গ্যাস-১২/সঞ্চালন ও বিতরণ/অংশ-১/০৭৮৫ তারিখ ঃ ১১ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

গণবিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্যহার নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)	
		১ মার্চ ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর	১ জুন ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর
১	বিদ্যুৎ	২.৯৯	৩.১৬
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৮.৯৮	৯.৬২
৩	সার	২.৬৪	২.৭১
৪	শিল্প	৭.২৪	৭.৭৬
৫	চা বাগান	৬.৯৩	৭.৪২
৬	বাণিজ্যিক	১৪.২০	১৭.০৪
৭	সিএনজি	৩৮.০০	৪০.০০
৮	গৃহস্থালী ঃ		
	ক) মিটারভিত্তিক	৯.১০	১১.২০
	খ) এক বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৭৫০.০০	৯০০.০০
	গ) দুই বার্নার (প্রতিমাসে নির্দিষ্ট)	৮০০.০০	৯৫০.০০

২। প্রতি ঘনমিটার সিএনজি গ্যাসের প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপ এর পুনঃনির্ধারিত মূল্যহারের মধ্যে ফিড গ্যাসের মূল্যহার যথাক্রমে ৩০.০০ টাকা এবং ৩২.০০ টাকা এবং উভয় ধাপে অপারেটর মার্জিন ৮.০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩। গ্যাস সরবরাহে বিদ্যমান অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

Md. Mi. Raho. 26/02/17
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

26/2/17
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া) 26/02/2017
সদস্য

26/02/2017
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

26.2.2017
(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

গ্যাস মূল্যহার বণ্টন (টাকা/ঘনমিটার)

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	সম্পূরক শুল্ক এবং মূসক	বাল্ক চার্জ [1]	ট্রান্সমিশন চার্জ	ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল চার্জ [2]	জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল চার্জ	ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার (১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে কার্যকর)	সাপোর্ট ফর শর্টফল		ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার	
									১ মার্চ ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর	১ জুন ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর	১ মার্চ ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর	১ জুন ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৩+৪+৫+৬+৭+৮)	১০	১০ক	১১=(৯+১০)	১১ক=(৯+১০ক)
১	বিদ্যুৎ	১.৪৩৬৩	০.৬৩০০	০.১৫৬৫	০.২৬৫০	০.২০৮৭	০.১২৩৫	২.৮২	০.১৭০০	০.৩৪০০	২.৯৯	৩.১৬
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪.৩৫১৯	০.৭৬৯০	০.১৫৬৫	০.১৫৫০	০.৪৪৭৪	২.৪৮০২	৮.৩৬	০.৬২০০	১.২৬০০	৮.৯৮	৯.৬২
৩	সার	১.২৩৬২	০.৫৩৩০	০.১৫৬৫	০.২৬৫০	০.৩৩৫৮	০.০৫৩৫	২.৫৮	০.০৬০০	০.১৩০০	২.৬৪	২.৭১
৪	শিল্প	৩.৩৬২১	১.০৭৯০	০.১৫৬৫	০.২৪৫০	০.৬২৭৯	১.২৬৯৫	৬.৭৪	০.৫০০০	১.০২০০	৭.২৪	৭.৭৬
৫	চা-বাগান	৩.২০২৬	১.০৭৯০	০.১৫৬৫	০.২৪৫০	০.৬২৭৯	১.১৩৯০	৬.৪৫	০.৪৮০০	০.৯৭০০	৬.৯৩	৭.৪২
৬	বাণিজ্যিক	৫.৫৭১০	১.৬৪৮৫	০.১৫৬৫	০.২৪৫০	১.২৩৫০	২.৫০৪০	১১.৩৬	২.৮৪০০	৫.৬৮০০	১৪.২০	১৭.০৪
৭	সিএনজি ফিড গ্যাস	১৪.৮৫০০	৬.৭১০০	০.১৫৬৫	০.১৫৫০	৩.১৬৪০	১.৯৬৪৫	২৭.০০[3]	৩.০০০০	৫.০০০০	৩০.০০[4]	৩২.০০[5]
৮	গৃহস্থালী	৩.৫৩৪৪	১.০২২০	০.১৫৬৫	০.২৪৫০	০.৫৭৩৯	১.৪৬৮২	৭.০০	২.১০০০	৪.২০০০	৯.১০	১১.২০

[1] পিডিএফ মার্জিন, বাপেক্স মার্জিন, ডিডব্লিউএমবি এবং ওয়েলহেড মার্জিন এর সমষ্টি।

[2] সম্পূরক শুল্ক এবং মূসকসহ।

[3] ভোক্তাপর্যায়ে সিএনজি এর মূল্যহার ৩৫.০০ টাকা।

[4] ভোক্তাপর্যায়ে সিএনজি এর মূল্যহার ৩৮.০০ টাকা।

[5] ভোক্তাপর্যায়ে সিএনজি এর মূল্যহার ৪০.০০ টাকা।

Md. Mij Raha 26/02/17
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

26/2/17
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য
26/02/2017

26/02/2017
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

26/2/2017
(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান